পাসপোর্ট ফি পরিশোধ পদ্ধতিঃ-সকল তফসিলি ব্যাংকের যে কোন শাখায় "A" চালানের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট এর ফি পরিশোধ করা যাবে। এছাড়া Online (Debit Card/Credit Card/Visa Card/বিকাশ, ইত্যাদি) এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ফি পরিশোধ করা যাবে।

৪) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক সভার আয়োজন

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী অত্র অফিসে একজন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া আছে। কোন সেবা প্রার্থী এ আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা অনলাইন ও ই-মেইলের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে (ফরম 'ক') অনুরোধ করতে পারবেন। মাঝে মাঝে সেবা গ্রহীতাদের নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এসব সভায় সেবা গ্রহীতাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার পদ্ধতি, আপীল পদ্ধতি ও তথ্য না পেলে অভিযোগ করার পদ্ধতির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। তথ্য প্রদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিত তথ্যের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিকে উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ২০ কর্মদিবস এবং ক্ষেত্র বিশেষে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী প্রদানযোগ্য ও অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করবেন।

পাসপোর্ট সেবা সহজীকরণে অফিস কর্তৃক তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদানের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ

- হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে তথ্য প্রদান।
- পাসপোর্ট ফরম অনলাইনে কিভাবে পূরণ করতে হবে তা ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে অফিসের উন্মুক্ত স্থানে টিভি মনিটরে প্রচার করা হয় ।
- সিটিজেন চার্টার, ব্যানার, ফেস্টুনের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের মাঝে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রচার করা হয়।
- অফিসের প্রবেশ গেটে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য সর্তকতামূলক তথ্য প্রচার করা ।
- পূর্ববর্তী পাসপোর্ট ও NID এর তথ্যের গড়মিলের কারণে কিংবা অসম্পূর্ণ আবেদনের কারণে যে সমস্ত আবেদন Software System এ নিষ্পত্তিযোগ্য নয় এসব সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণের নিমিত্তে কিছু গাইড লাইন তৈরী করে তা অনলাইনে ওয়েব সাইডে (passport.khulna.gov.bd), ফেসবুক পেজে (Dpvo khulna) এবং লিফলেটের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে।

শুভেচ্ছান্তে

মোঃ আবু সাইদ

পরিচালক

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, খুলনা।

ই-পাসপোর্ট আবেদন ফরম পূরণ নির্দেশিকা

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, খুলনা

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ই পাসপোর্ট ওয়েব পোর্টাল : www.epassport.gov.bd

khulna@passport.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস

খুলনা।

www.dip.gov.bd

ভূমিকাঃ ২০১৬ সালে পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও উচ্চ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের নির্দেশ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট চালু করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ২০২০ সালের ২২ জানুয়ারি মুজিব জন্মশত বার্ষিকীর বিশেষ উপহার হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে প্রথম বাংলাদেশে ই-পাসপোর্টের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে জনগণের হাতে ই-পাসপোর্ট তুলে দেন। ই-পাসপোর্ট ইস্যু প্রক্রিয়া একটি অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম। ই-পাসপোর্ট আবেদন পদ্ধতি, ই-পাসপোর্ট ফি ও পরিশোধ পদ্ধতি ও তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত এবং কিছু অনুসরণীয় গাইডলাইন নিম্নে প্রদান করা হলো।

১। ই-পাসপোর্ট আবেদন পদ্ধতি

ক) পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে ।

খ) www.epassport.gov.bd web-site এ গিয়ে আবেদন ফরম পূরণ করে তা সাবমিট করতে হবে এবং আবেদন ফরমের summary page সহ পূরণকৃত এই ফরমের প্রিন্ট কপি নিতে হবে।

গ) আবেদন ফরমে আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য সকল অনুচ্ছেদ পূরণ করতে হবে।

ঘ) আবেদন ফরম বর্তমান ঠিকানা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে দাখিল করতে হবে।

ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)/online জন্ম নিবন্ধন সনদ (BRC) (যার ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) এর তথ্যানুযায়ী পাসপোর্টের আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে এবং এর সুস্পষ্ট ফটোকপি আবেদন ফরমের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

চ) ১৮ বৎসরের নিম্ন বয়সী আবেদনকারীগণকে জন্মনিবন্ধন সনদ অনুযায়ী, ১৮-২০ বৎসর বয়সী আবেদনকারীগণকে NID/BRC অনুযায়ী এবং ২০ বৎসরের উর্ধ্ব বয়সী আবেদনকারীগণকে NID অনুযায়ী আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।

ছ) আবেদনকারীর নামের আগে পদবী (যেমন- Major, Dr, Advocate, Late) ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি NID/BRC তে আবেদনকারীর নামের সঙ্গে . (ডট), - (হাইপেন) থাকলেও আবেদন ফরম পূরণের সময় তা পরিহার করতে হবে।

জ) জন্ম স্থান, স্থায়ী ঠিকানা, বৈবাহিক অবস্থা, টেকনিক্যাল পেশা যেমন-ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এ্যাডভোকেট, ড্রাইভার ইত্যাদি তথ্যাদি সংশোধন/পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত তথ্য সংশ্লিষ্ট দলিলাদির ০১ (এক) প্রস্থ করে ফটোকপি আবেদনের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।

ঝ) আবেদনকারীর Basic তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে আবেদন ফরমের সাথে DIP কর্তৃক নির্ধারিত Format-এ সংশোধিতব্য তথ্য উল্লেখপূর্বক অঙ্গীকারনামা এবং NID/BRC (প্রযোজ্য মতে) এর Verified Copy কপি দাখিল করতে হবে ।

ঞ) অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে অবসরে যাওয়ার প্রমাণপত্র (যেমন-পিডি-এস-পিআরএল এর আদেশ/পেনশন বুক) দাখিল করতে হবে।

ট) অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছরের কম) আবেদনকারী যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নাই, তাদের পিতা অথবা মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর আবেদন ফরমের নির্ধারিত অনুচ্ছেদ ৫৩ ও ৫৭ এ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এবং উক্ত NID এর ছায়ালিপি আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

ঠ) আপনার NID/BRC (নতুন কিংবা সংশোধিত) সংশ্লিষ্ট অফিসের Online System এ Updated/Uploaded থাকতে হবে।

ড) আবেদনপত্র ফরম জমার সময় আবেদন ফরমের সাথে (প্রযোজ্য মতে) দাখিলকৃত সকল Document (যেমন-NID/BRC (English Version), GO/NOC, টেকনিক্যাল সনদ ও অন্যান্য Document) এর মূলকপি এবং পূর্ববর্তী পাসপোর্ট (যদি থাকে) প্রদর্শন করতে হবে।

ঢ) পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে অথবা চুরি হলে নিকটস্থ থানায় পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখপূর্বক জিডি করতে হবে এবং পাসপোর্ট আবেদনের সাথে মূল জিডি কপি ও হারানো পাসপোর্টের ফটোকপি (যদি থাকে) দাখিল করতে হবে। আবেদন ফরমের ৯ নং অনুচ্ছেদে হারানো পাসপোর্ট নম্বর এবং ৮০-৮৩ নং অনুচ্ছেদে GD সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

ণ) ১৮ বছরের নিম্নবয়সী আবেদনকারীগণ ৫ বছর মেয়াদী পাসপোর্ট পাবেন বিধায় তাদের জন্য ৫ বছর মেয়াদী পাসপোর্টের আবেদন করতে হবে এবং ৫ বছরের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হবে।

ত) তৈরী পাসপোর্ট গ্রহণের সময় পূর্বের পাসপোর্ট (যদি থাকে) প্রদর্শন করতে হবে।

থ) আবেদনকারী এক বা একাধিক আঙ্গুলের ছাপ/চোখের আইরিশের প্রতিবিম্ব/মুখমন্ডলের যথাযথ প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা সম্ভব না হলে আবেদনপত্রের সাথে সরকার অনুমোদিত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল/সিভিল সার্জনের কার্যালয়/জেলা হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স/ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত যথাযথ চিকিৎসক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বায়োমেট্রিক তথ্যের অনুপস্থিতি বিষয়ক চিকিৎসা সনদ প্রদান করতে হবে।

২) GO/NOC আবেদন সংক্রান্ত

ক) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত সরকারি আদেশ (GO) ও অনাপত্তি সনদ (NOC) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত থাকতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, NOC ইস্যুর তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কার্যকারী থাকবে।

খ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের তথ্য সংশোধনঃ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পাসপোর্ট রি-ইস্যুর ক্ষেত্রে আবেদনকারী চাহিত সংশোধিতব্য তথ্য জাতীয় পরিচয়পত্র, শিক্ষা সনদ এবং সার্ভিস রেকর্ডের অনুরূপ হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে দাপ্তরিক প্রক্রিয়ার সংশোধিতব্য তথ্যের উল্লেখসহ প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক তা আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।

৩) পাসপোর্ট ফি পরিশোধ পদ্ধতি

পৃষ্ঠা সংখ্যা	পাসপোর্টের মেয়াদ	সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি (১৫% ভ্যাটসহ)					
		সাধারণ ফি (Regular Fee)	সেবা প্রদানের সময়সীমা	জরুরী ফি (Express Fee)	সেবা প্রদানের সময়সীমা	অতীব জরুরী ফি (Super Express Fee)	সেবা প্রদানের সময়সীমা
৪৮ পৃষ্ঠা	৫ বছর	৪০২৫	১৫ কর্মদিবস - আবেদনপত্রের সাথে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দাখিল করা ও সকল তথ্যাদি সঠিক থাকা সাপেক্ষে।	৬৩২৫	৭ কর্মদিবস - আবেদনপত্রের সাথে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দাখিল করা ও সকল তথ্যাদি সঠিক থাকা সাপেক্ষে।	৮৬২৫	২ কর্মদিবস-আবেদনপত্রের সাথে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দাখিল করা ও সকল তথ্যাদি সঠিক থাকা সাপেক্ষে (বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা হতে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে।
	১০ বছর	৫৭৫০		৮০৫০		১০৩৫০	
৬৪ পৃষ্ঠা	৫ বছর	৬৩২৫		৮৬২৫		১২০৭৫	
	১০ বছর	৮০৫০		১০৩৫০		১৩৮০০	